ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

BANGLADARSHAN.COM

ঝিঙে ফুল

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল–
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল–
ঝিঙে ফুল।

পাতার দেশের পাখী বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে' ওঠাতে।
পউষের বেলাশেষ
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলে মশগুল–
ঝিঙে ফুল।

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়–
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!'
আশমানে তারা চায়–
'চলে আয় এ অকূল!'
ঝিঙে ফুল।

তুমি বলো–'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না ও অলকায়–
ভালো এই পথ-ভুল!'
ঝিঙে ফুল॥

BANGLADARSHAN.COM

খুকী ও কাঠ্‌বেড়ালি

কাঠ্‌বেড়ালি! কাঠ্‌বেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্ছা? কুকুর-ছানা? তাও–

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গ আড়ি আমার! যাও!

কাঠ্‌বেড়ালি! বাঁদ্‌রীমুখী! মার্‌বো ছুঁড়ে কিল্‌?
দেখ্‌বি তবে? রাঙাদাকে ডাকবো? দেবে ঢিল!
পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাই তো তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখী! গাপুস গুপুস
একলাই খাও হাপুস হুপুস!
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে!

ইস! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

কাঠ্‌বেড়ালি! তুমি আমার ছোড়্‌দি’ হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঃ!
এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রকটা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,
বাতাবি-নেবুও ছাড়তে হবে!
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ ছুট্‌? অ’মা দেখে যাও!–
কাঠ্‌বেড়ালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!

BANGLADARSHAN.COM

খোকার খুশি

কী যে ছাই ধানাই-পানাই–
সারাদিন বাজছে সানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
আজই না মামার বিয়ে!

বিবাহ! বাস, কী মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে।

তবু বর হচ্ছিনে ভাই,
বরের কী মুশকিলটাই–
সারাদিন উপোস মশাই
শুধু খাও হরিমটর!

BANGLADARSHAN.COM

শোনো ভাই, মোদের যবে
বিবাহ করতে হবে–
‘বিয়ে দাও’ বলব, ‘তবে
কিছুতেই হচ্ছিনে বর!’

সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে?

মামীমা আস্‌লে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাস, কী মজার খবর!
আমি রোজ করব বিয়ে॥

খাঁদু-দাদু

অ’মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্ছে ন্যাদা–নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!

ওঁর নাক্‌টাকে কে কর্‌ল খ্যাঁদা যাঁলদা বুলিয়ে
চামচিকে-ছা ব’সে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গোরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অ’মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় ‘টু!’
ছোড়্‌দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক! থুঃ!
কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!
অ’মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

দাদু বুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু,
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!
অ’মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ওই চ্যাপটা নাকেই বাজ্‌ত সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থ্যাব্‌ড়া মেরে ধ্যাব্‌ড়া করেছেন!
অ’মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চল্‌তে বেজির ছা
দাড়ির জালে পড়ে জাদুর আট্‌কে গেছে গা,
বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন!
অ’মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙতে ‘আল্‌মানাক্‌’
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ্‌?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে ‘ট্যান!’
অ’মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

BANGLADARSHAN.COM

বাঁশীর মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখন্-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

BANGLADARSHAN.COM

দিদির বে-তে খোকা

‘সাত ভাই চম্পা জাগো’–
পারুলদি ডাকল, না গো?
একী ভাই, কাঁদছ?–মা গো
কী যে কয়–আরে দুত্তুর!
পারায়ে সপ্ত-সাগর
এসেছে সেই চেনা-বর?
কাহিনীর দেশেতে ঘর
তোর সেই রাজপুত্তুর?

মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই
খেয়ে জোর আয়েশ মিটাই!–
ভাল ছাই লাগ্‌ছে না ভাই,
যাবি তুই একেলাটি!
দিদি, তুই সেথায় গিয়ে
যদি ভাই যাস্ ঘুমিয়ে,
জাগাব পরশ দিয়ে
রেখে যাস সোনার কাঠি।

BANGLADARSHAN.COM

মা

যেখানেতে দেখি যাহা মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।
হেরিলে মায়ের মুখ দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।
কত করি উৎপাৎ আব্‌দার দিন রাত,
সব স'ন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা!
আমাদের মুখ চেয়ে নিজে র'ন নাহি খেয়ে,
শত দোষে দোষী তবু মা তো ত্যজে না।
ছিনু খোকা এতটুকু, একটুতে ছোটো বুক
যখন ভাঙিয়া যেত, মা-ই সে তখন
বুকে করে নিশিদিন আরাম-বিরামহীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, 'কী হল খোকন?'
আহা সে কতই রাতি শিয়রে জ্বালায়ে বাতি
একটু অসুখ হলে জাগেন মাতা,
সবকিছু ভুলে গিয়ে কেবল আমারে নিয়ে
কত আকুলতা যেন জগন্মাতা॥
যখন জনম নিনু কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে যাক– মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা-র পিছু পিছু!
তখন সে মা আমার চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত আমার কী ব্যথা হত,
বলো কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায়!
তারপর কত দুখে আমারে ধরিয়া বুকে

BANGLADARSHAN.COM

করিয়া তুলেছে মাতা দেখ কত বড়,
কত না সুন্দর এ দেহ এ অন্তর
সব মোরা ভাই বোন হেথা যত পড়।
পাঠশালা হতে যবে ঘরে ফিরি' যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হল, পড়া কত পাতা?'
পড়া লেখা ভালো হ'লে দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে!
বলে, 'মোর খোকামণি। হিরা-মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারও!' শুনে বুক ভরে!
গা-টি গরম হলে মা সে চোখের জলে
ভেসে বলে, 'ওরে জাদু কী হয়েচে বল্!'
কত দেবতার 'থানে' পীরে মা মানত মানে–
মাতা ছাড়া নাই কারও চোখে এত জল।
যখন ঘুমায় থাকি জাগে রে কাহার আঁখি
আমার শিয়রে, আহা কীসে হবে ঘুম!
তাই কত ছড়া গানে ঘুম-পাড়ানীরে আনে,
বলে, 'ঘুম! দিয়ে যা রে খুকু-চোখে চুম!'
দিবানিশি ভাবনা কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মার ছেলেরই গরবে তাঁর,
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।
আয় তবে ভাই বোন, আয় সবে আয় শোন
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মা-র;
মার বড় কেউ নাই– কেউ নাই কেউ নাই!
নত করি বল সবে 'মা আমার! মা আমার!'

BANGLADARSHAN.COM

খোকার বুদ্ধি

চুন করে মুখ প্রাচীর পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নিরেট বোকা।
ডানপিঠে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,
হুংকারে তাঁর হাঁস মুরগির ছানার চক্ষুস্থির!
সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনই পালোয়ান!
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান!

ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বলা? কী এর উচিত সাজা?
ভাবতে ভাবতে খোকার হঠাৎ চিন্তা গেল থেমে,
দে দৌড় চোঁ-চোঁ আঁধ্‌মহলে পাঁচিল হতে নেমে!
বুকের ভেতর ছপাই নপাই ধুকপুকুনির চোটে,
বাইরে কিন্তু চতুর খোকা ঘাবড়ালেন না মোটে।
হাঁপিয়ে এসে মায়ের কাছে বললে। “ওগো মা!
আমি নাকি বোক-চন্দর? বুদ্ধি দেখে যা!

ওই না একটা মট্‌কু বানর দিব্যি মাচায় বসে
লাউ খাচ্ছে? কেউ দেখেনি, দেখি আমিই তো সে।
দিদিদেরও চোখ ছিল তো, কেউ কি দেখেছেন?
তবে আমায় বোকা কও যে! এ্যাঁ-এ্যাঁ, হাস ক্যান্‌?
কী কও? ‘একী বুদ্ধি হল?’ দেখবে তবে? হাঁ,
বুদ্ধি আমার...ভোলা! তু-উ-উ! লৌ-হা-হা-হা-হা!”

BANGLADARSHAN.COM

খোকার গপ্‌প বলা

মা ডেকে কন, ‘খোকন-মণি! গপ্‌প তুমি জানো?
কও তো দেখি বাপ!’
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বললে খোকন, ‘গপ্‌প জানি, জানি আমি গানও!’
বলেই খুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল–
‘একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!’

মা সে হেসে তখন
বলেন, ‘উহুঁ, গান না, তুমি গপ্‌প বলো খোকন!’
ন্যাংটা শ্রীযুত খোকা তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান কেদারাতে শুয়ে বলেন, “সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রাণী,
হাঁ মা আমি জানি,
মায়ে পোয়ে থাকত তারা,
ঠিক যেন ওই গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা!
একদিন না রাজা–
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা!
রাণী গেলেন তুলতে কলমি শাক
বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক!
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বেড়াল-বাচ্ছা শিকার করে।
এসে রাজা দেখেন কিনা বাপ!

রাজবাড়িতে আগড় দেওয়া, রাণী কোথায় গাপ!
দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সতরোটার সে সময়!
বলো তো মা-মণি তুমি, খিদে কি তায় কম হয়?
টাটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,
পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে?
খিদের জ্বালায় ভোগো!

BANGLADARSHAN.COM

ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,
নাদনা দিয়ে জরুর রাণীর ভাঙা চাই-ই মাজা।

এমন সময় দেখেন রাজা আসচে রাণী দৌড়ে
সারকুঁড় হতে ক্যাঁকড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে!

দেখেই রাজা দাদার মতন খিচমিচিয়ে উঠে—"
'হাঁরে পুঁটে!'
বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম্।
বলেন, 'হাঁদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে।
গপ্প কর্‌তে ঠাঁই পাওনি চণ্ডুখুড়ি আষাঢ়ে?
দেব নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে?
কাঁদেন আবার! মার্‌ব এমন থাপড়,
যে কেঁদে তোমার পেটটি হবে কামার শালার হাপর!'

চড় চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে!
সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা!

BANGLADARSHAN.COM

চিঠি

[ছন্দ :-“এই পথটা কা-টবো
পাথর ফেলে মা-রবো”]
ছোট্ট বোনটি লক্ষ্মী
ভো ‘জটায়ু পক্ষী!’
য়্যাব্বড়ো তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।
দিইনি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন রাগে?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখ্‌তেছি এই পদ্য।
দেখলী কী তোর ভাগ্যি!
থাম্‌বে এবার রাগ কি?
এবার হতে দিব্যি
এমনি করে লিখ্‌বি!
বুঝলি কি রে দুষ্টু
কী যে হলুম তুষ্টু
পেয়ে তোর ওই পত্র–
যদিও তিন ছত্র!
যদিও তোর অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর,
পেটটা কারুর চিপসে,
পিঠকে কারুর ঢিপসে,
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা,
কেউ বা দেখতে রম্ভা!
কেউ যেন ঠিক থাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা!
থুতনো কারুর উচ্চে,

BANGLADARSHAN.COM

কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে!
এক একটা যা বানান
হাঁ করে কী জানান!
কারুর গা ঠিক উচ্ছের,
লিখলি এমনি গুচ্ছের!

না বোন, লক্ষ্মী, বুঝ্‌ছ?
করব না আর কুচ্ছো!
নইলে দিয়ে লম্ফ
আন্‌বি ভূমিকম্প!
কে বলে যে তুচ্ছ!
ওই যে আঙুর গুচ্ছ!
শিখিয়ে দিল কোন্ ঝি
নামটি যে তোর জন্টি?

লিখবে এবার লক্ষ্মী
নাম 'জটায়ু পক্ষী!'
শিগগির আমি যাচ্ছি,
তুই বুলি আর আচ্ছি
রাখবি শিখে সব গান
নয় ঠেঙিয়ে—অজ্ঞান!
এখনও কি আচ্ছু
খাচ্ছে জ্বরে খাপচু?
ভাঙেনি বউদির ঠ্যাংটা।
রাখালু কি ন্যাংটা?
বলিস তাকে, রাখালী!
সুখে রাখুন মা কালী!
বৌদিরে কোন্ দোত্তি
ধরবে এবার সত্যি।
গপাস করে গিলবে
য়্যাব্বড়ো দাঁত হিলবে!
মা মাসিমায় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম!

BANGLADARSHAN.COM

স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস্ তা!
সাঙ্গ পদ্য সবিটা?
ইতি। তোদের কবি-দা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাতী

ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
যুঁই-শাকে
ফুল-খুকী ছোটরে!
খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ওই,
দারোয়ান
গায় গান
শোন ঐ, 'রামা হৈ!'
ত্যাজি নীড়
করে ভিড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।

চুল্‌বুল্‌
বুল্‌বুল্‌
শিস্‌ দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে!
খুলি' হাল
তুলি' পাল
ঐ তরী চল্‌লো,

BANGLADARSHAN.COM

এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুল্‌লো।
আলসে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।
উঠ্‌লো
ছুট্‌লো
ওই খোকা খুকী সব,
“উঠেছে
আগে কে”
ঐ শোনো কলরব।
নাই রাত
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয়গানে
ভগবানে
তুষি’ বর মাগো রে।

BANGLADARSHAN.COM

লিচু চোর

বাবুদের তাল্-পুকুরে
হাবুদের ডাল্-কুকুরে
সে কি বাস কর্‌লে তাড়া,
বলি থাম্ এক্‌টু দাড়া।
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গো যেই চ'ড়েছি
ছোট এক ডাল ধ'রেছি,
ও বাবা মড়াৎ করে
পড়েছি সরাৎ জোরে।
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই।
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোর্‌সে ঠুসি।
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাপিয়ে কাপড়
লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল!
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই আঁত্‌কে ওঠা
কুকুরও জুড়্‌লে ছোটা!
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই কর্‌বে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে

BANGLADARSHAN.COM

পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌ল ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা–
মালির ঐ পিটুনিগুলা!
কি বলিস ফের হপ্তা!
তৌবা–নাক খপ্তা।

BANGLADARSHAN.COM

হোঁদলকুৎকুতের বিজ্ঞাপন

মিচকে-মারা কয় না কথা মনটি বড় খুঁত্‌খুঁতে।
'ছিঁচকাঁদুনে' ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।
ড্যাবরা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান,
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে—বাসরে বাস—এক জাম্বুবান!
নিম্নমুখো-যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান,
বদমায়েশীর মাসী পিসী, আধখানা চোখ উঁচিয়ে চান!
হাঁদারা হয় হদ্দ বোকা, সব কথাতেই হাঁ করে!
ডেঁপো চতুর আধ-ইশারায় সব বুঝে নেয় ঝাঁ করে!
ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।
সব চেয়ে ভাই ইবলিশ হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।
পুঁয়ে-লাগা সুঁটকো ছেলে মুখটা সদাই মুচকে রয়!
পেটফুলো তার মস্ত পিলে, হাত-পাগুলোও কুঁচকে রয়!
প্যাঁটরা ছেলের য়্যাব্বড়ো পেট, হাত নুলো আর পা সরু!
চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র্ গজ-ঢাক গাল পুরু!
গাব্‌দা ছেলের মনটি সাদা একটুকুতেই হন খুশি,
আদর করে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুসি।
ষাঁড়ের নাদ সে নাদুস নুদুস গোবর-গণেশ যে শ্রীমান,
নাঁদার মতন য়্যাভ্‌ভুঁড়ি তাঁর চলতে গিয়ে হুমড়ি খান!
ছ্যাঁচড় ছেলে বেদড়্ ভারি ধুম্‌সুনি খায় সব কথায়।
উদ্‌মো ছেলে ছটফটে খুব একটুকুতেই উত্‌পুতায়!
ফট্‌কে ছেলে ছট্‌কে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্জাতের,
দুষ্টু এবং চুল্‌বুলেরা সব্‌খানে পায় লজ্জা ঢের।
বোঁচা-নাকা খাঁদা যে হয় নাম রেখো তার চামচিকে,
এসব ছেলে তেঁদড় ভারী ডরায় না দাঁত-খামচিকে!
টুনিখুকীর মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল,
ময়না-মাণিক নাম যার ভাই মনটি তারও খুব তরল!
গাল টেবো যাঁর নাম টেবি তাঁর একটুকুতেই যান রেগে।
কান-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।
খুদে খুকীর নামটি টেঁপু মা-দুলালী আবদেরে।

BANGLADARSHAN.COM

ডর-পুকুনে আঁতকে ওঠে নাপ্‌তে দেখে আঁক করে!
পুঁটুরানি বাপ-সোহাগী, নন্দদুলাল মাণিক মা-র,
দাদু বুড়োর ন্যাওটা যে ভাই মটরু ছাগল নামটি তার!
ভুতো ছেলে ঠগ্‌ বড় হয়, ভয় করে না কাউকে সে,
নাই পরোয়া যতই কেন কিল আর থাপড় দাও ঠেসে।
দস্যি ছেলে ভয় করে না চোখ-রাঙানি ভূত্‌-পেরেত্‌,
সতর-চোখি জুজুর খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায় রাত বিরেত!
ডানপিটেরা ঝুল্‌ঝাপ্‌পুর গুলি-ডাণ্ডায় মদ্দ খুব!
বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ দাঁত খিঁচে বে-হদ্দ হুব!
বীর বাদল সে—দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আনবে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে!
কেউ যদি ভাই হয় তোমাদের এমনিতরো মর্দ ফের,
হো হো! তাকে পাঠিয়ে দেব বাচ্চা হোঁদল-কুৎকুতের!

BANGLADARSHAN.COM

ঠ্যাং-ফুলী

হো-হো-হো উররো হো-হো!
হো-হো-হো উররো হো-হো
উররো হো-হো
বাস কী মজা!
কে শুয়ে চুপ সে ভুঁয়ে,
নার্‌ছে হাতে পাশ কী সোজা!

হো-বাবা! ঠ্যাং ফুলো যে!
হাসে জোর ব্যাংগুলো সে
ড্যাং তুলো তার
ঠ্যাংটি দেখে!
ন্যাং ন্যাং য়্যাগ্‌গোদা ঠ্যাং
আঁতকে ওঠায় ডানপিটেকে!

BANGLADARSHAN.COM

এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হালকা ছাতার!
আর পাটা তার
ভিটরে ডাগর!
যেন বাপ! গোব্‌দা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস্‌ এক অজগর!

মোদোটার পিসশাশুড়ি
গোদ-ঠ্যাং চিপ্‌সে বুড়ি
বিশ্ব জুড়ি
খিস্‌সা যাহার!
ঠে-ঠে ঠ্যাং নাক ডেঙা ডেং
এই মেয়ে কি শিষ্যা তাহার?

হাদে দেখ আসছে তেড়ে
গোদা-ঠ্যাং ছাঁত্‌সে নেড়ে,
হাস্‌ছে বেড়ে
বউদি দেখে!

অ ফুলি! তুই যে শুলি
দ্যাখ না গিয়ে চৌদিকে কে!

বটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে! ভাঙ্‌বে গোঁ তোর
নাদ্‌না গুঁতোর
ভিটিম ভাটিম!
ধুমাধুম তাল ধুমাধুম,
পৃষ্ঠে,—মাথায় চাটিম চাটিম!

‘ইতু’ মুখ ভ্যাংচে বলে—
গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে
ব্যাং ছা যেন
ইড়িং বিড়িং!
রাগে ওর ঠ্যাং নড়ে জোর
য়্যাদ্দেখেছিস—তিড়িং তিড়িং!

BANGLADARSHAN.COM

মলিনা! অ খুকুনি!
মা গো! কী ধুক্‌পুকুনি
হাড়-শুকুনি
ভয়-তরাসে!
দেখে ইস ভয়েই মরিস
ন্যাংনুলোটার পাঁইতারাকে।

গোদা-ঠ্যাং পুঁচ্‌কে মেয়ে
আসে জোর উঁচ্‌কে ধেয়ে
কুঁচ্‌কে কপাল,
ইস কী রগড়!
লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে!
ফোঁস করে ফের! বিষ কী জবর!

ইন্দু! দৌড়ে যা না!
হাসি, তুই বগ দেখা না!
দগ্‌ধে না!
তোল তাতিয়ে!

রেণু! বাস, রেগেই ঠ্যাঙাস,
বউদি আসুন বোল্‌তা নিয়ে!

আর না খাপচি খেলো!
ওলো এ আচ্ছি যে লো,
নাচছি তো খুব
ঠ্যাং নিয়ে ওর!
ব্যাচারির হ্যাঁস-ফ্যাসানির
শেষ নেই, মুখ ভ্যাংচিয়ে জোর!

ধ্যাত! পা পিছলে যে সে
পড়ে তার বিষ লেগেছে
ইস! পেকেছে
বিষ-ফোঁড়া এক!
সে ব্যথায় ঠ্যাং ফুলে তাই
ঢাক হল পা-র পিঠ জোড়া দেখ!

BANGLADARSHAN.COM

আচ্ছু! সত্যি সে শোন
কারুর এক রত্তি সে বোন,
দোষ নেই এতে
দোষ নিয়ো না!
আগে তোর ঠ্যাং ফুলে জোর,
তারপরে না দস্যিপনা!

আয় ভাই আর না আড়ি,
ভাব কর্‌ কান্না ছাড়ি,
ঘাড় না নাড়ি,
কসনে ‘উহুঁ!’
লক্ষ্মী! ধ্যাত, শোক কী?
ছিঁচ-কাঁদুনে হস্‌নে হুঁ হুঁ!

উষাদের ঘর যাবিনে?
লাগে তোর লজ্জা দিনে?

বজ্জাতি নে

রাখ তুলে লো!

কেন? ঠ্যাং তেড়েং বেড়েং?

হাসবে লোকে? বয়েই গেল!

BANGLADARSHAN.COM

পিলে-পটকা

উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম,
পেট যেন ঠিক ভুঁটকো কাছিম!
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি–
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি!
তিন-কোনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচকা-চোখো; হস্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোব্‌নে ঢ্যাঙা!
নিটপিটে ঠ্যাং সজ্‌নে ঠ্যাঙা!
গাইতি-দেঁতো, উঁচকে কপাল
আঁতকে ওঠেন পুঁচকে গোপাল!
নাক খাঁদা ঠিক চামচিকেটি!
আর হাসি? দাঁত খামচি সেটি!
পাঁচের মতন থুতনো ব্যাঁকা!
রগটিলে, হুঁ ভূতনো ন্যাকা!
কান দুটো টান–ঠিক সে কুলো!
তোবড়ানো গাল, টিক্‌টা ছুঁলো!
বগ্‌লা প্রমাণ ঘাড়টি সরু,
চেঁচান যেন ষাঁড় কী গোরু!
চলেন গিজাং উরর কোলা ব্যাং,
তালপাতা তাঁর ক্ষুর-ওলা ঠ্যাং!
বদরাগী তায় এক-খেয়ালী
বাস রে! খেঁকি খ্যাঁক-শেয়ালি!
ফ্যাঁচকা-মাতু, ছিঁচকাঁদুনে,
কয় লোকে তাই মিচকা টুনে!
জগন্নাথী ঠুঁটো নুলো,
লোম গায়ে ঠিক খুঁটোগুলো!
ল্যাবেঞ্চিসি নড়বড়ে চাল,
তুবড়ি মুখে চড়বড়ে গাল!
গুজুর-ঘুণে, দেড়-পাঁজুরে,

BANGLADARSHAN.COM

ল্যাডাগ্যাপচার, ন্যাড়-নেজুড়ে!
বসেন সে হাড়-ভাঙা ‘দ’,
চেহারা দেখেই সব মামা ‘থ!’
গিরগিটে তার ক্যাঁকলেসে ঢং
দেখলে কবে, ‘ধেত, এ যে সং!’
খ্যাঙরা-কাটি আঙ্‌লাগুলো,
কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো!
পেটফুলো ইয়া মস্ত পিলে,
দৈবাতে তায় হস্ত দিলে
জোর চটিতং, বিটকেলে চাঁই!
ইঁট খাবে নাকো সিঁটকেলে ভাই!
নাক বেয়ে তার ঝর্‌চে সিয়ান,
ময়রা যেমন করছে ভিয়ান!
স্বপন দেখেন হালকা নিঁদে্
কুইনাইন আর কালকাসিঁদে!
বদন সদাই তোলো হাঁড়ি,
গুড়মুড়ি খান ষোলো আড়ি!
ঠোকরে সবাই ন্যাড়া মাথায়–
শিলাবিষ্টি ছেঁড়া ছাতায়!
রাক্ষুসে ভাত গিল্‌তে পারে
বাপ রে, বিড়াল ডিঙ্‌তে নারে!
হন না ভুলেও ঘরের বাহির,
কাঁথার ভিতর জ্বরের জাহির!
পড়্‌বে কি আর, দূর ভূত ছাই,
ওষুধ খেতেই ফুর্‌সত নাই!
বুঝলে? যত মোট্‌কা মিলে
বাগাও দেখি পট্‌কা পিলে!
বাজ্‌বে পেটে তাল ভটাভট
নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট্‌!
ঢাক্‌ডুবাডুব্‌ ইড়িং-বিড়িং
নাচ্‌বে ফড়িং তিড়িং তিড়িং!
চুপ্‌সো গালে গাব্‌ গুবাগুব্‌

BANGLADARSHAN.COM

গুপি-যন্তর বাজবে বাঃ খুব!
দিব্যি বসে মার্‌বে মাছি,
কাশ্‌বে এবং হাঁচ্‌বে হাঁচি!
কিল্‌বিলিয়ে দুটো ঠ্যাং
নড়্‌বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং!!

BANGLADARSHAN.COM